বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদের শুভেচ্ছা

⌘ কিছু বন্ধন চিরকালের। যেমনটি বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলা এবং তাঁর পরিবারের নতুন প্রজন্মের সাথে আমাদের হৃদয়ের বন্ধন। ঐতিহ্যবাহী নবাব সিরাজউদ্দৌলা পরিবারে এস.জি. আব্বাসের জন্ম (পিতা : এস.জি.মোস্তাফা, মাতা : সৈয়দা হোসনে আরা বেগম)। তিনি বাংলার গর্বিত বীর পরিবারের সন্তান ও জন্ম সূত্রে বাংলাদেশের নাগরিক। বংশধারায় তিনি নবাব সিরাজউদ্দৌলা পরিবারের সরাসরি ৯ম বংশধর। এস.জি.আব্বাস বাংলার আপনজন এবং আমারও আপনজন। পেশায় তিনি উন্মুক্ত সাংবাদিক এবং সাপ্তাহিক পলাশীর সাব এডিটর। তিনি সৎ এবং উত্তম চরিত্রের অধিকারী। আমি তাঁহার জীবনের সর্বাঙ্গীন উন্নতি ও মঙ্গল কামনা করি। সমর্থন করি ঐতিহ্যের ছোঁয়ায় গড়া, তাঁর সকল সুন্দর উদ্যোগকে।

-ড. মুহাম্মদ ফজলুল হক (বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ)।

সম্পাদক, সাপ্তাহিক পলাশী।

চেয়ারম্যান, আমির গ্রুপ অফ কোম্পানীস।

প্রেসিডেন্ট, উত্তরা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

১১.১১.২০১১

⌘ নবাব সিরাজউদ্দৌলার বংশের ৯ম রক্তধারা গোলাম আব্বাস আরেব। এক সময় আমার ছাত্র ছিলেন। তিনি আহসান উলাহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষায় মাস্টার্স ডিগ্রী অর্জন করা কালীন সময়ে আমার অনেক নিকটে আসার সুযোগ পেয়েছিলেন। উক্ত সময়ে তিনি ছাত্রদের বিপুল ভোটে নির্বাচিত প্রধান ছাত্র নেতার দায়িত্বে ছিলেন। উপদেষ্টা ছিলাম আমি। নবাবের প্রতি তাঁর ভালবাসা, তাঁর প্রতিটি কাজের মধ্যেই প্রতীয়মান হয়। তাঁর লেখা উক্ত বই এর জন্য আরেবের প্রতি এবং ঐতিহ্যবাহী নবাব সিরাজউদ্দৌলা পরিবারের জন্য রইল আমার অফুরন্ত শুভেচ্ছা।

–শরীফ সুলতান মাহমুদ

সহকারী অধ্যাপক, (ইংলিশ বিভাগ) উত্তরা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

সাবেক সহকারী অধ্যাপক আহসান উলাহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

শিক্ষা বিভাগ, ঢাকা।

⌘ ইতিহাসবিদদের শুভেচ্ছা

বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব, সিরাজউদ্দৌলার ফ্যামিলি ট্রি ঃ

১ম-উম্মে জোহরা ওরফে কুদসিয়া বেগম ।

(পিতা-সিরাজউদ্দৌলা, মাতা-বেগম লুৎফুন্নিসা)

স্বামী-মুরাদউদ্দৌলা (পিতা-ইকরামউদ্দৌলা, সিরাজউদ্দৌলার ভ্রাতুস্পুত্র)

২য়- শমশের আলী খান । (স্ত্রী-সৈয়দা আলীয়াতুন্নিসা বেগম)

২য়-মমতাজ বেগম (অল্প বয়সে মৃত্যু)

২য়- ফূননা বেগম (অল্প বয়সে মৃত্যু)

৩য়- সৈয়দ লুৎফে আলী

৩য়- জায়নাল আবেদীন (নিঃসন্তান)

৪র্থ- ফাতেমা বেগম

৫ম- হাসমত আরা বেগম । (স্বামী-সৈয়দ আলী রেজা)

৫ম -লুৎফুন্নেসা বেগম (নিঃসন্তান)

৬ষ্ঠ- সৈয়দ জাকি রেজা । স্ত্রী- ইয়াকুতি বেগম ।

৭ম- গোলাম মোর্তজা । স্ত্রী- নিখাত আরা ।

৭ম- সৈয়দ বাবু (নিঃসন্তান)

৭ম- সৈয়দা কানজো (অল্প বয়সে মৃত্যু)

৭ম- চাঁদ বেগম (অল্প বয়সে মৃত্যু)

৮ম- এস.জি. মোস্তাফা । স্ত্রী- সৈয়দা হোসনে আরা বেগম ।

৮ম-গোলাম মুজতবা (নিঃসন্তান)

৮ম-বেবি হামিদা বানু মুন্নি (নিঃসন্তান)

৯ম- এস.জি. আব্বাস আরেব ।

নবাব সিরাজউদ্দৌলার বংশের ৯ম রক্তধারা ও সরাসরি বংশধর সৈয়দ গোলাম আব্বাস আরেব, প্রকৃতিপ্রেমি ও নবাব সিরাজের স্মৃতিধন্য Shab সংগঠনের নির্বাহি প্রধান এবং সাপ্তাহিক পলাশীর সাব এডিটর হিসাবে দায়িত্ব পালন করছে । আর সে আমার ৪ বছরের ছাত্র ।

সৈয়দ গোলাম আব্বাস আরেব দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স ক্লাসের ছাত্র ছিল যখন, আমি ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভাগীয় প্রধান হিসাবে কর্মরত ছিলাম । সেই ৪ বছর অনার্সে থাকা কালিন, আমার কেন জানি মনে হয়েছিল ছাত্রটি কোন জমিদার অথবা রাজকীয় পরিবারের অধস্তন বংশধর । আমি যতদূর এই ৪বছর পর্যবেক্ষন করে দেখেছি তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রমান করে যে সে কোন উচ্চ খানদানের সাথে সম্পৃক্ত । পরবর্তীতে সে আমাকে সিরাজউদ্দৌলা সম্পর্কে কিছু বই উপহার দেয় । আমি নিজেও ঢাকা কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক ও সভাপতি হিসেবে থাকাকালিন সময়ে বই গুলির প্রতি আমার আগ্রহ দেখা দেয় এবং বইটি আমি পড়ি এবং পড়ে আমার মনে হয় আরেব কোন উচ্চ খানদান থেকে আগত ।

তাঁর শারিরিক গঠন, মন-মানসিকতা এবং গাত্র বর্নই বলে দেয় ছাত্র হিসেবে সে কোন উচ্চ বংশ থেকে আগত। পরবর্তীতে আমি জানতে পেরেছি সে নবাব সিরাজ পরিবারের সরাসরি নবম বংশধর। সুতরাং , তাঁর সাথে আমার এই চার বছরের সম্পৃক্ততা বলে দেয়... নবাব সিরাজউদ্দৌলা পরিবারের অনেক অজানা কথা।

আমি একজন ইতিহাসবিদ হিসেবে ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া (টিভি চ্যানেল, এফ.এম.রেডিও) ও সংবাদপত্রে উক্ত তথ্যটি প্রকাশ করার জন্য বিশেষ ভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি। আমি মনে প্রানে কামনা করি মুর্শিদাবাদে সংগঠিত পলাশী যুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস বাংলাদেশের মানুষের সামনে প্রকাশ হোক। তাহলেই প্রকৃত সত্য উদঘাটিত হবে এবং বাংলাদেশের সাধারন মানুষ আরও, নবাব সিরাজউদ্দৌলা পরিবারের নতুন তথ্য জানতে পারবে।

আমি ঢাকার বর্তমান গবেষনাকারি তর ন নবাবের কর্মসম্পৃহা ও সফলতা কামনা করি। আর তর ন নবাব আরেবের সকল কাজে আমার দোয়া ও ভালবাসা থাকবে অনন্ত কাল।

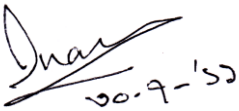

মুহম্মদ ইবনে ইনাম (বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ)

অধ্যাপক (অব:) ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা কলেজ,ঢাকা।

ও অধ্যাপক (শিক্ষা বিভাগ) দার ল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

ষড়কুঞ্জ এপার্টমেন্ট, ৩/২৫ সুলতান গঞ্জ, ফ্ল্যাট নং ১৪-১৬, হৈমন্তী বিল্ডিং ৩য় তলা,

রায়ের বাজার, পশ্চিম ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯।

⌘ নবাব সিরাজউদ্দৌলাহর পরিবারের নবম পুর ষ সৈয়দ গোলাম আব্বাসের সঙ্গে অত্যান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে আমার সাক্ষাত হলো। আমি তাঁর সকল প্রচেষ্টাকে সমর্থন করি এবং সিরাজউদ্দৌলাহ কে ঘিরে তাঁর যে স্বপ্ন রয়েছে তার সাফল্য কামনা করি।

- ড.কে.এম.মোহসীন (বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ)

প্রফেসর (অবসরপ্রাপ্ত) ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

বিশিষ্ট সাংবাদিকদের শুভেচ্ছা

⌘ বাংলার স্বাধীনতার ইতিহাসে নবাব সিরাজউদ্দৌলা এক অবিস্মরণীয় নাম। ইংরেজ বেনিয়াচক্রের বিরু দ্ধে বাংলার স্বাধীনতা রক্ষায় তাঁর যে অনন্য আত্মত্যাগ, সে আত্মত্যাগ আজো আমাদের প্রেরণা যোগায় যে কোন অন্যায়ের বিরু দ্ধে লড়াই করতে। একাত্তরে আমরা সেই অস্তমিত স্বাধীনতার সূর্যকে ঔপনিবেশিক দুঃশাসনের নিগড় ভেঙে মুক্ত করেছি বলেই সিরাজউদ্দৌলা আমাদের কাছে আরও মহিমান্বিত। বঙ্গবন্ধু যেন বীর সিরাজউদ্দৌলার যোগ্য উত্তরাধিকার হয়ে প্রেরণার শিখা হয়ে রইলেন। স্বাধীনতা অর্জন আর তা রক্ষায় সার্বভৌম বাংলাদেশে সিরাজ পরিবারেরই নবম উত্তসূরী সৈয়দ গোলাম আব্বাস আরেব তার পূর্ব পুরু ষ নবাব সিরাজউদ্দৌলার জীবন সংগ্রামের আলোকে রচনা করেছেন একটি গ্রন্থ, নানা কারণে এ বইটি বিশিষ্টতার দাবি রাখে।

এ গ্রন্থে আরেব উন্মোচন করেছেন ইতিহাসের বিস্মৃত প্রায় অনেক স্মৃতিবিজড়িত তথ্য আর বিশেষণ। বিশেষ করে 'সিরাজ পরিবারের বাকি ইতিহাস, পলাশী এবং বাংলাদেশে সিরাজের স্মৃতি বিজড়িত অনেক স্থান ও স্থাপত্যের বিবরণ, নবাব আলিবর্দী খান ও সিরাজউদ্দৌলার বীরত্বগাথা, নবাবী আমলের ঐতিহ্য, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, বিশেষ করে নবাব পরিবারের অন্দরমহলের নারীদের আচার, সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ, নবাব পরিবারে পারিবারিক বন্ধনের চমৎকার চিত্র পাওয়া যায় এতে। বিশেষ করে গভীর শ্রদ্ধা আর ভক্তির কিছু ঘটনাসহ নবাব পরিবারের ছোট বড়দের মধ্যে যে পারিবারিক সৌহার্দ্য, সেই ঐতিহ্য আজ লুপ্ত প্রায়। এসব ঘটনা আমাদের ঐতিহ্যমুখী করতে পারে বলে আমার বিশ্বাস।

সেই লুপ্ত প্রায় ঐতিহ্য আর ইতিহাসের ঘটনাপ্রবাহ লেখক তার পিতা- পিতামহ, মাতা-মাতামহের কাছে শুনেছেন, দেখেছেন কিছু আচার অনুষ্ঠান নিজেও। এসব মিলিয়ে এ প্রকাশনা নিঃসন্দেহে ব্যতিক্রম।

আমি লেখককে ধন্যবাদ জানাই এমন একটি চমৎকার উদ্যোগের জন্য।

পাঠকদের আমন্ত্রণ জানাই নবাব পারিবারের অন্তরঙ্গ ইতিহাসের ভুবনে।

— নাসির আহমেদ, কবি ও সিনিয়র সাংবাদিক।

সহযোগী সম্পাদক, দৈনিক সমকাল।

ই-মেইল : nasirahmed 1971@gmail.com

০৭.০৯.২০১০

⌘ সংঘবদ্ধ তার ন্য যে আসলেই একটা শক্তি তার প্রমান দিয়েছে Shabসংগঠনটি। ইতিহাসকে সঙ্গী করে আরেবের যে যাত্রা, মনে প্রানে তার সাফল্য কামনা করছি।

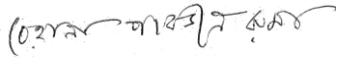

–রেহানা পারভীন রুমা।

ডেপুটি ফিচার এডিটর, দৈনিক সকালের খবর।

rehana_ruma@yahoo.com

১৯.০৯.২০১১

⌘ এদেশের অসংখ্য নদীবিধৌত জনপদের কূলেকূলে বেড়ে ওঠা শত সহস্র মানুষের সংস্কৃতি আর রাজনীতির মাঝে এক সঞ্জীবনী শক্তি হয়ে চির অম্লান হয়ে আছেন বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলা। মুক্তিকামী মানুষের সংগ্রামে দেশপ্রেম ও ত্যাগের বিরল দৃষ্টান্ত হয়ে তিনি আজও হয়ে আছেন পথ পদর্শক। কিংবদন্তী এ নবাবের দেশ মাতৃকার জন্য জীবন উৎসর্গের পর তার স্মৃতি ধরে রেখেছেন তারই উত্তরসুরী বেশ ক'জন। এদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন সৈয়দ গোলাম আব্বাস। ঢাকার দার্ল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয় এবং আহসান উলাহ্ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর মেধাবী এই তর্ণ নবাব পরিবারের আত্মত্যাগ ও আদর্শকে বর্তমান প্রজন্মের মাঝে ছড়িয়ে দিতে বদ্ধ পরিকর। আসছে একুশে বই মেলায় তার রচনা ও গ্রন্থনায় যে বইটি প্রকাশিত হচ্ছে তা এ প্রজন্মকে নবাব সিরাজউদ্দৌলা সম্বন্ধে অনেক বিষয় জানতে ও বুঝতে সহায়ক হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

গবেষণালব্ধ এই গ্রন্থটির সাফল্য কামনা করছে পাক্ষিক বিনোদনের প্রতিটি সাংবাদিক, কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শুভাকাঙ্খিগণ।

জয়তু নবাব সিরাজউদ্দৌলা, জয়তু বাংলার অদ্বিতীয় কিংবদন্তী

শুভেচ্ছান্তে –

গোলাম মুজতবা লিটন, ম্যানেজার, অপারেশনস এন্ড ফাইন্যান্স।

বিনোদন। ১, রামকৃষ্ণ মিশন রোড, ঢাকা–১২০৩।

e-mail : liton2700@yahoo.com

১৯.০৪.২০১১

⌘ Shab এর উদ্যোগকে স্বাগত জানাই। এর সবরকম কল্যানমূলক কাজে আমার ভালবাসা, শ্রদ্ধা মিশে থাকবে অনন্ত কাল।

–রেদওয়ানুল হক।

সহ-সম্পাদক, মাসিক ফুলকুঁড়ি ম্যাগাজিন, সিদ্ধেশ্বরী সার্কুলার রোড, মৌচাক, ঢাকা। email: monthlyphulkuri@gmali.com

⌘ পৃথিবীর সৃষ্টিলগ্ন থেকে অদ্যপি মহাকালের স্মৃতিভাণ্ডারে এক বছর কিংবা তেইশ বছর এ তেমন কিছুই নয়। আবার কালের ক্ষুদ্র সময়েও এমন কিছু ঘটে যায়; রচিত হয় অবিস্মরণীয় ইতিহাস। বহমান মানবসভ্যতা কালেকালে তা স্মরণে আনে। সভ্যতা বিনির্মাণে যাঁরা ইতিবাচক অবদান রাখেন তাঁদের জন্য চলমান সময় অবনত থাকে; ঘৃণা করে হিটলার, মীর জাফর, নব্য বিশ্বাসঘাতকদের। নবাব সিরাজউদ্দৌলা মাত্র তেইশ বছর বয়সে মসনদে বসেন আর মাত্র এক বছর তিনি শাষণভার পরিচালনা করেন। কালের অতলগর্ভে তাঁর কৃতি, যশ, প্রজ্ঞা, আদর্শ স্ফুলিঙ্গের মতো মিলিয়ে যায়নি। তিনি আড়াইশ বছর যাবত আমাদের ইতিহাসে যেমন এক রূপক-সাংকেতিক চরিত্র ও তেমনী সমসাময়িক। ইতিহাস থেকে পাঠ নিতে হয়। তবে আজ ইতিহাসবেত্তারা নিজস্বার্থে তা বিকৃতিও করছেন। আমাদের দায়িত্ব ইতিহাসকে সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করে আধুনিকতা দিয়ে বিশেষণ করা। নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে নিয়ে সভ্যতার কৌতুহলও ভীষণ। তাঁর জীবনের নানা গতি প্রকৃতি অজানা তথ্য নিয়ে এই গ্রন্থের বিন্যাস। গ্রন্থাকারের নিজ বংশ পরম্পরায় প্রাপ্ত তথ্য এবং গবেষণার মাধ্যমে এর উপাত্ত সংগৃহীত হয়েছে। আমার বিশ্বাস গ্রন্থটি সত্য ইতিহাসের উজ্জ্বল্যতায় মহাকালের সঙ্গে সহযাত্রী হবে।

— **ইসলাম শফিক**
Executive producer, Boishakhi television

32, Mohakhali, Dhaka-1212, Bangladesh.

পিএইচডি গবেষক, নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগ,

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা।

mishafique@gmail.com ০৩.০৪.২০১১

নওয়াব সিরাজউদ্দৌলা পরিবারের শুভেচ্ছা

কবি গুরু রবীন্দ্রনাথের ভাষায়–

"হে অতীত তুমি ভূবনে ভূবনে,

কাজ করে যাও গোপনে গোপনে ।"

সত্যিই তো তাই অতীতই বর্তমানের ভিত্তি, আর সভ্যতা সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের বন্ধন গড়ে ওঠে মানুষের দ্বারাই । তাই বর্তমান সভ্যতার প্রয়োজনে অতীত ইতিহাস রোমন্থন একান্ত প্রয়োজন । নতুবা জাতির অগ্রগতি থেমে যাবে ।

বাংলা বিহার উড়িষ্যার শেষ স্বাধীন নওয়াব সিরাজউদ্দৌলা পলাশীর মাঠে বিশ্বাস ঘাতকদের গভীর ষড়যন্ত্রের কাছে পরাজিত হয়েছিলেন । অশেষ দেশ প্রেমিক, তেজস্বী এবং বাংলাতে মোগল শক্তির শেষ প্রতিনিধি সিরাজ মসনদে না বসে যেন ষড়যন্ত্র আর চক্রান্তের জালের মধ্যে বসেছিলেন । তাঁর আগে থেকেই সেই জাল যথেষ্ট বিস্তৃত হয়ে পড়েছিল । আর তাঁর সময়ে তা বস্তুতঃ রাজধানী মুর্শিদাবাদকেই সম্পূর্ণ গ্রাস করে ফেলে । পরিণাম হয় পলাশীর প্রহসনে মোগল শক্তির পরাজয় । সিরাজ হত্যা এবং ইংরেজ শক্তির উদয় ।

সকলের জানা ইতিহাসের বাইরের অনেক অজানা কথা, নওয়াব পরিবারের খুঁটিনাটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই বইটিতে উলেখ করা হয়েছে । সেগুলো পাঠকগণকে চিন্তায় আচ্ছন্ন করবে এবং অভিভূত করবে ।

বইটিতে লেখক নওয়াব সিরাজউদ্দৌলা ও লুৎফুন্নিসা বেগম পরিবারের ইতিহাস সন্ধান করেছেন এবং প্রামাণ্য তথ্য সমেত নওয়াবের বংশধরগণের পরিচয় লিপিবদ্ধ করেছেন, সে অংশটুকু বিশেষ মূল্যবান । সিরাজউদ্দৌলা ও লুৎফুন্নিসা পরিবারের সদস্যগণের ছবি এবং মুর্শিদাবাদ সহ অন্যান্য ঐতিহাসিক ছবি এই বইখানিকে সমৃদ্ধ করেছে, আশা করি সেগুলো পাঠকগণকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করবে । আমি সৈয়দ গোলাম মোস্তাফা নওয়াব সিরাজউদ্দৌলা পরিবারের ৮ম বংশধর বিভিন্ন তথ্য দিয়ে উক্ত বইটির জন্য আমার ছেলে **এস.জি. আব্বাস আরেব** এবং তার গড়া বন্ধুত্বের সংগঠন Shab friendship garden এর বন্ধুদের সাহায্য-সহযোগিতা করেছি এবং বিশেষ যত্ন-সহকারে বইটির পাণ্ডুলিপি আগাগোড়া সংশোধন করে দিয়েছি । বইটি সকল শ্রেণীর পাঠকের মনে স্থান করে নিবে, ভাল লাগবে– বিশ্বাস আমার । ঐতিহ্যবাহী নওয়াব সিরাজউদ্দৌলা পরিবারের নতুন পুরাতন প্রজন্মের সকলের পক্ষ থেকে প্রকাশক, লেখক, পাঠক এবং Shab friendship garden এর সকল বন্ধুদের সুন্দর সবকিছুর শুভেচ্ছা জানাই ।

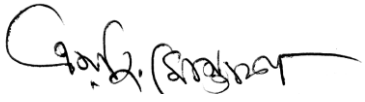

— **সৈয়দ গোলাম মোস্তফা**
(নওয়াব সিরাজউদ্দৌলা পরিবারের ৮ম বংশধর)

সাবেক নির্বাহী প্রকৌশলী, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা, বাংলাদেশ ।